

# ‘ছাত্রদলের অপকর্ম, দেশের সংকট- সবকিছু ঢেকে দিতে সংঘবদ্ধ অ্যাকাটিভিজম দৃশ্যমান হচ্ছে’


ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:৪৯



ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ডিপি) মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়ম) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক শোতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 [দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন](#)

সেখানে সাদিক কায়মের সামনেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জবাব চান আবিদুল। পরে এ বিষয়ে একটি পোস্টও দেন তিনি।

এদিকে আবিদুলের তোলা অভিযোগ নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই শনিবার (২৫ এপ্রিল) মধ্যরাতে স্যোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন সাদিক কায়ম।

তিনি অপপ্রচার চালানো ফেসবুক পেজের অ্যাডমিনদের (পরিচালনাকারী) সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া এবং অর্থায়নের বিষয়ে আবিদুল ইসলাম খানের তোলা অভিযোগের পেছনে ‘সংঘবদ্ধ অ্যাকটিভিজম’ হিসেবে দেখছেন।



Md Abu Shadik

9h · 0

...

নির্ভরযোগ্য জাতীয় সংবাদমাধ্যম সমূহের তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে বিএনপি-ছাত্রদলের হাতে অন্তত ২৭১টি খুন, ৮১টি ধর্ষণ, ৩৬৬টি চাঁদাবাজি, ৫৯৬টি হামলা, ৯৭টি লুটপাট, ৯৪টি শিক্ষাঙ্গনে হামলা ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে।

কেবল গত মাসেই বিএনপি-ছাত্রদলের হাতে ২২টি খুন, ৬টি ধর্ষণ, ২৮টি চাঁদাবাজি, ৮০টিরও অধিক হামলা ও সংঘর্ষ, ১৮টি চুরি/ডাকাতি, ৬টি শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলে দেশে ৫০০টিরও অধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিনে কেবল ঢাকায়ই অন্তত ১৬টি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

৬৯ শতাংশ জনগণের ভোটে হ্যাঁ বিজয়ী হওয়া গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করে জুলাই সনদ ও রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশসমূহ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

দেশে জ্বালানি সংকট চরম মাত্রা ধারণ করেছে। গ্রামে গঞ্জে তীব্র লোডশেডিং দেখা দিয়েছে। অন্যায্যভাবে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক লুটেরাদেরকে সংসদে আইন পাশ করে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

২

এসকল জাতীয় সংকটের মাঝেই সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে বিগত কয়েকদিন যাবত দেশব্যাপী ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দলীয় সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র সজ্জিত করে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ছাত্রশিবিরের এক দায়িত্বশীলকে কুপিয়ে পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। একইভাবে পাবনায় এবং কুমিল্লায় বিনা উস্কানিতে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচিতে ছাত্রদল হামলা করেছে।

তার ভাষ্য, আবিদুল ইসলাম খানের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনপি ছাত্রদলের সব অপকর্ম, দেশের সব সংকট ও ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের অপতৎপরতা ঢেকে দিতে সংঘবদ্ধ অ্যাকাটিভিজম দৃশ্যমান হচ্ছে।

সাদিক কায়েম ফেসবুকে নিজের তেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ক্ষমতাসীন সরকার সব সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভয় পায়। দেশের চলমান অস্থিরতা এবং সরকারের একের পর এক ব্যর্থতায় ডাকসুর নেতাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবস্থান জারি রেখে প্রতিবাদ করে। সম্ভবত সরকার এই প্রতিবাদী সংস্কৃতিকে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি মনে করছে। তাই তাদের দরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা এবং ক্যাম্পাসগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। তারই ধারাবাহিকতায় ছাত্রদল নেতা আবিদুল ইসলাম খানের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনপি ছাত্রদলের সব অপকর্ম, দেশের সব সংকট ও ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের অপতৎপরতা—সবকিছু ঢেকে দিতে সংঘবদ্ধ অ্যাকাটিভিজম দৃশ্যমান হচ্ছে।

ডাকসু ভিপি লেখেন, ‘আবিদুল ইসলাম খান যে দুটি পেজের ব্যাপারে অভিযোগ এনেছেন, তা অবশ্যই সবিস্তার খতিয়ে দেখার দাবি রাখো আমরা সেটি করব, ইনশা আল্লাহ। তবে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডিইউ ইনসাইডার্স পেজ থেকে কাউকে হেনস্তা করে কিংবা কারও বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো অপপ্রচার চালানো হয়নি বলে পেজের এডমিন দাবি করেছেন। এই পেজের নামে ছবছ একই বানানে একই প্রোফাইল পিকচার দিয়ে আরেকটি পেইজ খোলা হয়েছিল, যে পেজ থেকে ডাকসুর প্রতিনিধিদের নিয়েও আক্রমণাত্মক, অশালীন এবং হয়রানিমূলক পোস্ট করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিইউ ইনসাইডার্স নামের সেই পেইজটির বিরুদ্ধে আমরাও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তবে নাম একই হলেও দুটো পেজ ভিন্ন।’

‘ডিইউ ইনসাইডার্স’ পেজের একজন অ্যাডমিনের সঙ্গে সাদিকের কথোপকথনের স্ক্রিনশট ফাঁস করেছেন আবিদুল।

সে বিষয়ে ফেসবুক পোস্টে সাদিক কায়েম লিখেছেন, ‘ডিইউ ইনসাইডার্স পেজটির অ্যাডমিন আমার হলের ছোট ভাই। ওমরায় থাকাকালে তাকে প্রেরণকৃত একটি হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজের স্ক্রিনশট দিয়েও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অথচ আমি আমার পরিচিত সিনিয়র, জুনিয়র, সহযোদ্ধা, সহকর্মী অনেককেই স্মরণ করে সে সময় ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম, এমনকি স্বয়ং আবিদুল ইসলাম খানকেও তিনি তার রিপ্লাইও দিয়েছিলেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও সৌজন্যমূলক যোগাযোগ।’

তিনি আরও লেখেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কর্তৃক ডিপার্টমেন্ট অব বাকশাল, ক্রিমিনালস ডিইউসহ বেশ কয়েকটি পেজ খোলা হয়। এরপর ডাকসু কর্তৃক নামে খোলা পেজ থেকে হেন কোনো ভুয়া ফটোকর্ড নেই, যা ছড়ানো হয়নি। পেজটির নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে দ্য ডেইলি ডাকসু নামে চালানো হয় এবং নিয়মিত গুজব ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়।

এ ছাড়া আমার ডাকসু, আমার রাকসু, আমার চাকসু, কাঁঠেরকেল্লা, ন্যাশনালিস্ট ডে টা, মোল্লার দেশ, ন্যাশনালিস্ট ইনসাইডার, দেশের লাঠি, মগবাজার, লন্ডন বিডি টিভি, রৌমারি প্রভৃতি পেজ থেকে বিগত দিনগুলোতে এমন কোনো অপপ্রচার নেই, যা করা হয়নি। এআই দিয়ে ভুয়া ছবি বানিয়ে, বিকৃত প্রচারণা চালিয়ে নানাবিধ হয়রানির অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর প্রত্যেকটি পেজ কারা চালায়, তা কারোরই অজানা নয়।’

```
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?
href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshadik.kayem%2Fposts%2Fpfbid02UUJobWBi9U1RAfA8BQEuiKN69RyYg
NgcMF4Ldg7NjoY1rRDTuUXPnmnQXLFRSHweDI&show_text=true&width=500" width="500" height="316"
scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-
picture; web-share"></iframe>
```

‘অপপ্রচারকারী’ফেসবুক পেজের অ্যাডমিনদের চালান সাদিক কায়েম, ছাত্রদলের আবিদুলের এমন অভিযোগে সাদিক কায়েম আরও লেখেন, ‘সারা বাংলাদেশে বিএনপি-ছাত্রদল কর্তৃক ধর্ষণ, হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ভুয়া স্ট্রিফনশট তৈরি করে হত্যার চেষ্টা, খানার ভেতরে মব তৈরি, সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং ডাকসুর নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের ওপর নির্মম নির্যাতন—এগুলো কি আসলেই কোন তুচ্ছ ঘটনা? কোনো বিবেকবান মানুষ কি এসবকে সমর্থন করতে পারে? আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এত সব গুরুতর অন্যায় করেও যাদের মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনাবোধ নেই, তাদের সারা বাংলাদেশের আপামর শিক্ষার্থী-জনতা যথাসময়ে উপযুক্ত জবাব দেবো।’